গণশুনানী-২০২১

টেলিযোগাযোগ সেবা ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার কার্যক্রম শীর্ষক গণশুনানি সংক্রান্ত প্রতিবেদন

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ এর ধারা ৮৭(১) এ গণশুনানি ও উহার পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। উক্ত ধারা অনুযায়ী কমিশন প্রয়োজন বোধে গণশুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়াও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনায়, প্রত্যেক দপ্তর/ সংস্থার অধীনে গণশুনানির বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ এর ধারা ৮৭(১) অনুযায়ী যথাযথ নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করে গণশুনানি আয়োজন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে চলতি বৎসরের গণশুনানি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জুমে আয়োজন করা হয়েছে। বিগত ০১ আগস্ট ২০২১ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে, এছাড়া বিটিআরসির ওয়েবসাইটে ফেসবুক ও টিভিতে গণশুনানি অনুষ্ঠানের বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। "টেলিযোগাযোগ সেবা ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার কার্যক্রম" শীর্ষক গণশুনানি ২২ আগস্ট ২০২১ তারিখে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জুমে অনুষ্ঠিত হয় এবং ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। উক্ত গণশুনানিতে বিটিআরসি'র লাইসেন্সধারী বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণে বিটিআরসির চেয়ারম্যান, কমিশনার এবং কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের মহাপরিচালকগণ নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। এছাড়াও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ভোক্তা অধিকার সংঘ, মোবাইল ফোন গ্রাহক এ্যাসোসিয়েশন, বিটিআরসি'র লাইসেন্সধারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও তাদের এ্যাসোসিয়েশন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দসহ সাধারণ ভোক্তাগণ অনলাইনে গণশুনানিতে অংশগ্রহণ করেন।

গণশুনানি আয়োজনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর বিটিআরসি'র ওয়েবসাইটে নিবন্ধনের মাধ্যমে ৯২১ জন গ্রাহক সর্বমোট ৯২১ (নয়শত একুশ) টি প্রশ্ন/ অভিযোগ/ মতামত কমিশনকে অবহিত করেন। ৯২১ জন গ্রাহকের বর্ণিত প্রশ্ন/ অভিযোগ/ মতামত হতে প্রশ্ন ও মতামতের সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় যাচাই-বাছাইপূর্বক ১২০ জনকে গণশুনানিতে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রেরিত প্রশ্নসমূহের মধ্যে মোবাইল অপারেটরসমূহের কল ড্রপ ও বিভিন্ন প্যাকেজ (ভয়েস, ডাটা ব্যান্ডেল) এবং উহার মূল্য সম্পর্কে অভিযোগ ছাড়াও মোবাইল নাম্বার পোর্টিবিলিটি, ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্টার (এনইআইআর), আইএসপি সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ, ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের প্রাইস এক দেশ এক রেট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য টেলিকম সেবা প্রদানকারী লাইসেন্সিদের সেবা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রাহকদের উত্থাপিত প্রশ্নাবলী এবং সম্পূরক অন্যান্য সকল বিষয়সমূহ ক্যাটাগরি ভিত্তিক সমজাতীয় বিবেচনায় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে ২৩ জন প্রশ্নকর্তার জনমনে বহুল আলোচিত ৩৭টি প্রশ্নের উত্তর মৌখিকভাবে দেয়া হয়েছে যার বিষয়ে কমিশন হতে গৃহীত পদক্ষেপ এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ক্রমিক নং	প্রশ্ন নং	প্রশ্নকর্তার নাম ও SID	উপস্থাপনকৃত প্রশ্ন	প্রদত্ত উত্তর
১	১	মোঃ সোহাগ কায়সার, আইডি নম্বর- 20641 (1)	জিপি থেকে এমএনপি করে টেলিটকে এসেছি। কিন্তু স্ট্যাটাসটা এখনো জিপি শো করছে।	**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাসিম পারভেজঃ** সত্যিকার অর্থে, এমএনপি সম্পন্ন হয়ে থাকলে সিস্টেমে পূর্বের মোবাইল অপারেটরের নাম প্রদর্শিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সাধারণত, এমএনপি সম্পন্ন হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে স্ট্যাটাসটা চেঞ্জ হয়। এর ফলে মাঝখানে যদি কেউ এমএনপি করে থাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তখন কিন্তু স্ট্যাটাসটা চেঞ্জ নাও দেখাতে পারে। ২৪ ঘন্টা অতিক্রম হওয়ার পর *16001# ডায়াল করলে অবশ্যই নতুন অপারেটর এর নাম দেখাবে। সম্মানিত প্রশ্নকর্তার ক্ষেত্রে, কমিশন হতে ইতিমধ্যে টেলিটকের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং টেলিটক হতে জানানো

ক্রমিক নং	প্রশ্ন নং	প্রশ্নকর্তার নাম ও SID	উপস্থাপনকৃত প্রশ্ন	প্রদত্ত উত্তর
				হয়েছে যে তাদের সিস্টেমটি তখনও পর্যন্ত আপডেট করা হয়নি বিধায় স্ট্যাটাসটি অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছিল। টেলিটক হতে সিস্টেম আপডেট হওয়া মাত্রই প্রশ্নকর্তার সমস্যার সমাধান হয়েছে।
২	২	শিপলু সাহা, আইডি নম্বর- 21132 (47)	গত জুলাই মাসের শেষের দিকে আমি একটি টিএনটি নম্বরে ফোন করি। কিন্তু কলটি টিএনটি নম্বরে প্রবেশ করেনি এবং ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড পর লাইন কেটে যায়। তারপর কলের কোন রেসপন্স আসেনি। কিন্তু আমি যখন ব্যালেন্স চেক করি তখন দেখতে পাই ১৬৬ টাকার কিছু বেশি একটি এমাউন্ট কেটে নিয়েছে। তাৎক্ষণিক আমি গ্রামীণফোনের কল সেন্টারে কল করি এবং বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাই। গ্রামীণফোন হতে আমাকে জানানো হয় যে আমার কলটি, স্যাটেলাইট কল হয়ে গিয়েছে বিধায় উক্ত পরিমাণ টাকা চার্জ করা হয়েছে। আমি অদ্যাবধি কোনো সমাধান পাইনি।	**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাসিম পারভেজঃ** আপনি টিএনটি কলের জায়গায় একটি শর্ট কোডে কল করে ফেলেছেন। কল করার পূর্বে আপনি +88 যোগ করে শর্ট কোড নম্বরটিতে কল করেছেন, ফলে এটি স্যাটেলাইট কলে পরিণত হয়েছে। স্যাটেলাইট কল হওয়ার দরুন আপনার উক্ত পরিমাণ টাকা চার্জ হয়েছে। যদিও বিষয়টি গ্রাহকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও হয়েছে, তথাপি সিস্টেমে কোন গ্রাহককে আলাদা করার সুযোগ নেই।
৩	৩, ৪	শেখ মোহাম্মদ নেয়ামুল ইসলাম, আইডি নম্বর- 20704 (2)	১। আমি চাঁদপুর শহরের বাসিন্দা, চাঁদপুর শহর একটি ছোট্ট শহর। পেশায় আমি একজন এ্যাডভোকেট, আমাদের বাসার পাশে গ্রামীণফোনের টাওয়ার রয়েছে। রাস্তায় গ্রামীণফোনের নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় কিন্তু বাসায় এলে কোন নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে গ্রামীণফোনের কাস্টমার কেয়ারে অনেকবার অভিযোগ দেওয়া হয়েছে, এবং বিটিআরসিকে জনপ্রশাসনের মাধ্যমে অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাদের কোন ধরনের অগ্রগতি নেই। ২।তাছাড়া, ঢাকায় আমরা দেখেছি আইএসপিদের একটি প্রতিযোগিতা মূলক বাজার রয়েছে, চাঁদপুরে আইএসপিরা নিজেরা একটি সংগঠন বানিয়ে দিয়ে গেছে, এবং তারা দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে, কেউ নির্ধারিত	**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ এহসানুল কবিরঃ** আপনার প্রশ্নের প্রথম অংশে আপনি বলছেন যে আপনার চাঁদপুরের এলাকায় গ্রামীণফোনের নেটওয়ার্ক এর মান খারাপ। আমরা সম্প্রতি, কয়েকটি বিভাগে আমাদের ড্রাইভ টেস্ট পরিচালনা করেছি। ড্রাইভ টেস্ট মানে হচ্ছে, নেটওয়ার্কের যে মান, সেবার মান রয়েছে সেগুলো আমাদের পক্ষ থেকে আমরা যাচাই-বাছাই করে থাকি এবং অপারেটরদেরকে ফিডব্যাক দেই। ইতিমধ্যে চাঁদপুর শহরে আমরা ড্রাইভ টেস্ট সম্পন্ন করেছি। আমরা এখানে কিছু ব্যত্যয় পেয়েছি। আমরা ইতিমধ্যে গ্রামীণফোনসহ অন্যান্য অপারেটর, যার যতটুকু ব্যত্যয় রয়েছে তাদেরকে তা জানিয়েছি। আশা করছি তারা নিয়ম অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আর দ্বিতীয় অংশে যেটি বলেছেন, আপনাদের এলাকায় আইএসপিদের একটি সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে। আসলে, লাইসেন্স ব্যতীত কোন

ক্রমিক নং	প্রশ্ন নং	প্রশ্নকর্তার নাম ও SID	উপস্থাপনকৃত প্রশ্ন	প্রদত্ত উত্তর
			দামের কমে সেবা দেবে না, এক্ষেত্রে বিটিআরসি কী ভূমিকা নিবেন?	সংগঠনের বা কোন ডিস অপারেটরের আইএসপি সেবা প্রদান করার সুযোগ নেই। সেই ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে তথ্যসহ আমাদের কাছে অভিযোগ প্রদান করলে আমাদের এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্ট এর মাধ্যমে সরেজমিনে তদন্ত করে দেখা হবে। প্রয়োজনে তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যারা অবৈধভাবে আইএসপি সেবা প্রদান করে থাকে তাদের বিরুদ্ধে সচরাচর আমরা এই ধরনের অভিযান পরিচালনা করে থাকি।
৪	৫	প্রিন্স আব্দুল্লাহ আল মামুন, আইডি নম্বর 20884 (4)	আমি গ্রামীণফোনের সিনিয়র সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার, গ্রামীণফোন কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে তিন হাজার ৭০০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। একদিকে তাদের মুনাফার পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে, অন্যদিকে কাস্টমার সেবা ও নেটওয়ার্কের মান দিন দিন খারাপ হচ্ছে। গ্রামীণফোন তাদের যেসব কর্মীদের অবৈধভাবে ছাঁটাই করেছে তাদেরকে পুনর্বহাল করার জোর দাবি জানাচ্ছি।	**চেয়ারম্যান মহোদয়ঃ** প্রশ্নটি গ্রামীণফোনের আভ্যন্তরীণ জনবল সংক্রান্ত, একটি কোম্পানি তাদের জনবল কিভাবে রাখবে সেটা তাদের নিজস্ব প্রশাসনিক ব্যাপার। যেহেতু আপনি বিষয়টি আমাদের কাছে উত্থাপন করেছেন এই ক্ষেত্রে বিটিআরসির অফিস হতে গ্রামীণফোনের নিকট আলোচনার মাধ্যমে জানতে চাওয়া হবে, যাদেরকে ছাঁটাই করা হয়েছে তা কতটুকু যৌক্তিকভাবে করা হয়েছে।
৫	৬	পাবেল আহমেদ, আইডি নম্বর- 20705 (17)	আমাদের কাছ থেকে মোবাইল অপারেটররা যে টাকাটি এডভান্স কেটে নেয় তার হিসেবটা কিভাবে করা হয়ে থাকে?	**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাসিম পারভেজঃ** আমরা যে ট্যারিফটি নির্ধারণ করে দেই, তা সরকারের ভ্যাট, ট্যাক্স, এসডি, এবং সারচার্জ ব্যতীত। এই টাকাটা সরকার পায় মোবাইল অপারেটররা পায়না। একটি তুলনামূলক চিত্র হচ্ছে: ভয়েস এর ক্ষেত্রে- আপনি যখন ১০০ টাকার কল করেন এর ১৫ শতাংশ চলে যায় এসডিতে, আর ১০০ টাকার সাথে ১৫ টাকা যোগ করে যে ১১৫ টাকা হয় তার উপর ১৫ শতাংশ যায় ভ্যাট হিসেবে, আর ১ শতাংশ যায় সারচার্জ হিসেবে। তারমানে মোট ৩৩.২৫ শতাংশ ভয়েস কলের ক্ষেত্রে নির্ধারণ হয় এবং এই টাকাটি সরকার পাবে গ্রাহকের কাছ থেকে। ডাটার ক্ষেত্রে- পরিমাণটা একটু কম, ২১.৭৫%, এখানে এসডি ১৫ শতাংশ এবং ভ্যাট ৫ শতাংশ হিসেবে ৫.৭৫ শতাংশসহ মোট ২১.৭৫ শতাংশ এবং সারচার্জ আছে ১ শতাংশ।

ক্রমিক নং	প্রশ্ন নং	প্রশ্নকর্তার নাম ও SID	উপস্থাপনকৃত প্রশ্ন	প্রদত্ত উত্তর
৬	৭, ৮	মোঃ তানজিল হাসান 20721 (22)	১। ইন্টারনেট স্পিড এর উন্নতি প্রয়োজন। ২। মোবাইল অপারেটরদের কল ড্রপ এর জন্য গ্রাহককে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ব্যালান্স রিফান্ড করা প্রয়োজন	**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ এহসানুল কবিরঃ** ১। প্রশ্নকর্তা সম্ভবত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের স্পিডকে বুঝিয়েছেন। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশের IIG সমূহ যারা ব্যান্ডউইথ সরবারহ করে, তারা ইতোপূর্বে তাদের ব্যান্ডউইথ সরবারহের জন্য বাংলাদেশের মাত্র ১১ টি জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নতুন আইএসপি গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সার্কুলার জারি করা হয়েছে যেখানে সকল আইআইজিকে তাদের পপ বাংলাদেশের সমস্ত জেলা শহরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ফলে ভালো ভলিউমের একটা ব্যান্ডউইথ প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। সেখান থেকে আইএসপিসমূহ গ্রাহক পর্যায়ে সরবরাহ করবে। যেহেতু এটা সারা দেশে বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে, তাই আমরা আশা করছি অবশ্যই ইন্টারনেট স্পিডের উন্নতি হবে। ২। বিটিআরসি থেকে ২০১৬ সালে নির্দেশনা দেয়া আছে যে, একের অধিক যদি কল ড্রপ হয় তবে সমস্ত মিনিটগুলো ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রাহককে ফেরত প্রদান করতে হবে। এটা অপারেটরগণ রিপোর্টের মাধ্যমে বিটিআরসিকে অবহিত করে। সম্প্রতি বিটিআরসি একটি কমিটির মাধ্যমে পুরো বিষয়টা রিভিউ করেছে এবং জারিকৃত সার্কুলার থেকে অপারেটরগণ কিছুটা ব্যত্যয় করছে মর্মে জানা গিয়েছে। ব্যত্যয়গুলো বিটিআরসির নজরে আসায় শিঘ্রই আমরা ব্যবস্থা নেব এবং অপারেটরদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হবে যাতে কলড্রপ এর মিনিটগুলো ফেরত দেয়া হয় এবং গ্রাহককে এসএমএসর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়।
৭	৯, ১০	Md. Shariful Alam 20973 (26)	১। বাংলাদেশ এ 4G সেবা চালু হয়েছে অনেক দিন তাহলে এখনো কেন ভালো স্পিড পাচ্ছি না! দেশের সকল স্থানে এখনো সেবা পৌছে না কেন?	**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ এহসানুল কবিরঃ** টেলিটকের বর্তমান গ্রাহক প্রায় ৫০ লক্ষ। তার মধ্যে অনেকেই আছে হাওড়-বাওড় এলাকার এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠি। আপনারা হয়তো জানেন যে, বিটিআরসি প্রদত্ত ফান্ডের মাধ্যমে হাওড়-বাওড় এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠি'র এলাকায় গৃহিত প্রজেক্টের মাধ্যমে টেলিটকের

ক্রমিক নং	প্রশ্ন নং	প্রশ্নকর্তার নাম ও SID	উপস্থাপনকৃত প্রশ্ন	প্রদত্ত উত্তর
			২। টেলিটক কেন সেবা দিতে পারছে না!?	নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কাজ চলমান আছে এবং চলতি মাসেই একনেক থেকে আরও একটি প্রজেক্ট অনুমোদন হয়েছে। ফলে আশা করা যাচ্ছে যে, এই বছরের শেষ বা আগামী বছর নাগাদ টেলিটকের নেটওয়ার্ক আরও বিস্তৃত হবে এবং সেবা আরও উন্নত হবে।
৮	১১, ১২	মোঃ আব্দুল কাইয়ুম 20838 (32)	১। গত ২০১৯ সালের ২৮,২৯ নভেম্বর ও ৬ ডিসেম্বর আমার নাম্বারের ব্যালেন্স থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অতিরিক্ত গোপন চার্জ কর্তন করে বাংলালিংক। বিভিন্নভাবে যোগাযোগে কাজ না হওয়ায় লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করলে বাংলালিংক ৫৫ টাকা ফেরত দেয়ার কথা উল্লেখ করে জবাব দিলেও কোন টাকা এখন পর্যন্ত ফেরত দেয়নি। বাংলালিংকের এমন চুরির ক্ষেত্রে বিটিআরসি কি ব্যবস্থা নিবে? ২। আমার একটি গ্রামীন নম্বরের অনুরূপ একটি টেলিটকের মোবাইল নম্বর নিয়েছি কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে চালু করার কথা বলে বারবার রিপ্লেস করে দিলেও সিম চালু করছে না।	চেয়ারম্যান মহোদয় প্রশ্নকর্তাকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এই কেসটাকে একটা আইডিয়্যাল কেস হিসেবে গ্রহনের জন্য এসএস বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এক্ষেত্রে, বাংলালিংক ও অভিযোগকারীকে নিয়ে একটা হিয়ারিং আয়োজনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন এবং উক্ত হিয়ারিং-এ চেয়ারম্যান মহোদয়ের উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।
৯	১৩, ১৪, ১৫	MD. TANVIRUL ISLAM 21338 (34)	১। অনেক দোকানে অবৈধ ভারতীয় ফোন বিক্রি হচ্ছে। যা তারা বাংলাদেশে কিছুদিন ব্যবহার হয়েছে বলে বিক্রি করছেন এবং এ ও বলছেন যে এগুলা রেজিস্টার হয়ে যাবে। সে সম্পর্ক BTRC কি উদ্যোগ নিবে? ২। ফোনগুলা কি রেজিস্টার এর আওতায় আনা হবে না কি এগুলার উপর কর আরোপ করা হবে? ৩। কর আরোপিত হলে তা কে বহন করবে?	**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শহিদুল আলমঃ** মোবাইল হ্যান্ডসেট কেনার আগেই নিবন্ধিত কিনা যাচাই করে কেনা উচিত ছিল কারণ এ সংক্রান্ত নির্দেশনা সরকার / বিটিআরসি কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে। তারপরেও যেহেতু ক্রয়ের রশিদ সংগ্রহ করা আছে সুতরাং বিক্রেতা সেট ফেরত নিয়ে সম্পূর্ণ টাকা ফেরত প্রদানে বাধ্য। এক্ষেত্রে বিটিআরসির সহায়তা চাইলে এবং বিক্রেতার ঠিকানা প্রদান করা হলে সহায়তা করা হবে। এ বিষয়ে বিটিআরসি থেকে প্রশ্ন কর্তার সাথে যোগাযোগ করা হবে মর্মে জানানো হয়েছে। এনইআইআর-এ ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সচল সবগুলো সেট বৈধ করা হয়েছে। ৩০ জুনের পর থেকে দৈনিক প্রায় ১১০,০০০ টি

ক্রমিক নং	প্রশ্ন নং	প্রশ্নকর্তার নাম ও SID	উপস্থাপনকৃত প্রশ্ন	প্রদত্ত উত্তর
				হ্যান্ডসেট নেটওয়ার্কে যুক্ত হচ্ছে যার মধ্যে অনেক অবৈধ হ্যান্ডসেটও রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা যাচ্ছে না। সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তা পরবর্তীতে জানানো হবে।
১০	১৬	মোঃ বনি আমিন 21094 (41)	আমাদের আইডি কার্ড থেক যেহেতু সর্বোচ্চ ১৫ টি সিম ক্রয় করা যাবে। তাহলে কিছুদিন অব্যবহৃত সিম কার্ডটি কেন BTRC টর্মিনেন্ট বা বন্ধ করে দেন? আমার দাবী হচ্ছে সিমটি ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হোক কিংবা এনআইডি থেকে রেজিস্ট্রেশনের তথ্য মুছে দেয়া হোক।	**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাসিম পারভেজঃ** প্রতিটি এনআইডির বিপরীতে ১৫ টি সিম রেজিস্ট্রেশন করা যায়, এক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের পর থেকে অব্যবহৃত থাকলেও ১৫ মাস (৪৫০ দিন) পর্যন্ত প্রতিটি রেজিস্ট্রার্ড সিমের উপর গ্রাহকের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়। কোন সিম যদি টানা ১৫ মাস অব্যবহৃত থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের এনআইডি থেকে রেজিস্ট্রেশনের তথ্য বাদ দেয়া হয় এবং মোবাইল অপারেটরগণ তখন বিটিআরসির অনুমোদন নিয়ে সেটি মার্কেটে বিক্রি করতে পারবে। তবে গ্রাহক যদি তার ডি-রেজিস্টার্ড সিম পুনরায় ব্যবহার করতে চান সেক্ষেত্রে উক্ত সিম মোবাইল ফোন অপারেটরের ওয়্যারহাউজে থাকা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট অপারেটরের নিকট আবেদনপূর্বক উক্ত সিম পুনরায় নিবন্ধনের সুযোগ পাবেন।
১১	১৭	মানস সরকার 21126 (45)	01711645460 রবির এমএনপি সেবাটি গ্রহণ করেছি আমার একটাই অনুরোধ রবি অপারেটরের ডিফল্ট পোস্টপেইড সিম প্রিপেইড করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। চার্জ ধার্য্য করেন কোন সমস্যা নাই শুধুমাত্র গ্রাহকদের কথাটা একটু বিবেচনা করবেন।	**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাসিম পারভেজঃ** একজন গ্রাহক প্রিপেইড সিম থেকে পোষ্টপেইড বা পোষ্টপেইড থেকে প্রিপেইডসিমে মাইগ্রেট করতে পারবেন। এমএনপি করার পরে প্রিপেইড সিমের ক্ষেত্রে এই সুবিধা ভোগ করা গেলেও পোষ্ট পেইড সিমের ক্ষেত্রে নাম্বারিং প্লানের ভিন্নতার কারণে এই সুবিধা প্রদানের আপাতত সুযোগ নেই।
১২	১৮	মেহেদী হাসান অন্তর 20890 (42)	দেশের সকল বেসরকারি অপারেটরের টাওয়ারের সাথে যদি টেলিটকের সংযোগ যুক্ত যায়, সেক্ষেত্রে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে টেলিটকের নেটওয়ার্কও পাওয়া যাবে, এবং এর জন্য আলাদা টাওয়ার নির্মাণের খরচ ও হচ্ছে না।	**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ এহসানুল কবিরঃ** হাওড়-বাওড় সহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এলাকায় টেলিটকের নেটওয়ার্কের মান বিস্তৃত করার জন্য সম্প্রতি একনেক থেকে একটি প্রজেক্ট অনুমোদন হয়েছে। এছাড়া প্রায় দুই মাস আগে বিটিসিএলের অব্যবহৃত টাওয়ারগুলো অস্থায়ী ভিত্তিতে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে যাতে এগুলো ব্যবহার করে অন্যান্য কোম্পানীগুলো তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত

ক্রমিক নং	প্রশ্ন নং	প্রশ্নকর্তার নাম ও SID	উপস্থাপনকৃত প্রশ্ন	প্রদত্ত উত্তর
				করতে পারে। টাওয়ার শেয়ারিং এর বিষয়টিও এখন উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এই সমস্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিলে আশা করা যায় যে, টেলিটকের সেবার মান ভালো হবে।
১৩	১৯	মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম 21161 (46)	মোবাইল অপারেটর কোম্পানি টেলিটক এর নেটওয়ার্ক উন্নয়নে তেমন কোন পদক্ষেপ কেন নেয়া হচ্ছে না? রাষ্ট্রায়ত্ত এই সংস্থাটির সেবার মান অন্যান্য বেসরকারি মোবাইল অপারেটর গুলোর তুলনায় অত্যন্ত নিম্নমানের। এখানে কি উপযুক্ত প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন লোকের অভাব নাকি সদিচ্ছার অভাব?	চেয়ারম্যান মহোদয় প্রশ্নটির উত্তরে বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চলতি মাসে টেলিটকের জন্য ২২০৪ কোটি টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছেন যা টেলিটক গঠিত হওয়ার পরে এ যাবৎকালে সর্বোচ্চ অংকের। এছাড়া উদাহরনস্বরুপ গ্রামীণফোন এর বিনিয়োগের তুলনায় টেলিটকের বিনিয়োগ যতটা কম সেটা বিবেচনা করলেই বুঝা যায় টেলিটক কতটা পিছনে আছে। টেলিটক তার সীমিত সামর্থ নিয়েই তারা চেষ্টা করছে তবে এখন যে প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে সেটা যদি বাস্তবায়িত হয় তবে আশা করা যায় বর্তমান অবস্থার থেকে আগামীতে ভাল সার্ভিস তারা সমর্থ্য হবে, যদিও গ্রামীণফোন বা রবির সমপর্যায়ে যেতে তাদের আরো সময় লাগবে।
১৪	২০	SYED MUHAMMAD NAZRUL ISLAM 21304 (48)	এমএনপি সিস্টেম এখনো ঝামেলা ও সার্ভিসে ব্যাকডেটেড, OTP আসে না, Masking SMS সমস্যা এখনো সমাধান হয়নাই এই সময় এসেও। তিনমাস পরে তাই বাধ্য হয়ে আবার রবির নাম্বারেই ব্যাক করতে হয়েছে।	**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ এহসানুল কবিরঃ** এমএনপিতে কিছু সমস্যা এখনো আছে, এর পোর্টেবিলিটির হার সন্তোষজনক নয়। গত জুলাই মাসে ৯,৯৩০ টি সহ এ পর্যন্ত মাত্র ১১,৩৯,২৩২ টি সিম পোর্টেবল হয়েছে। এসএমএসের সমস্যাটিও শনাক্ত করা হয়েছে এবং এর জন্য আমরা একটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করেছি যা আগামী মাসে কার্যকর করা যাবে। সেখানে অপারেটর, আইসিএক্স এবং এমএনপি সমন্বয়ে ত্রিপাক্ষিয় উদ্যোগে একটি কম্বাইন্ড সিস্টেম ইতোমধ্যে ডেভেলপ করা হয়েছে। এই প্রস্তাবটি অনুমোদন হলে আশা করা যায়, এসএমএস সংক্রান্ত সমস্যা থেকে আমরা বেড় হতে পারবো।
১৫	২১	Md. Fahim Azam 20703 (03)	oboidho phn off chai (অবৈধ ফোন বন্ধ চাই)	**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শহিদুল আলমঃ** ব্যক্তিগত ব্যবহার ও বৈধভাবে আমদানির পাশাপাশি বিটিআরসি'র অনুমতি ছাড়া কর ফাকি দিয়ে অবৈধ ভাবেও হ্যান্ডসেট দেশে আসছে, এর একটা হিসাব ছিল এবং এ সম্পর্কে বিটিআরসি ও সরকার অবগত। এ সমস্যা

ক্রমিক নং	প্রশ্ন নং	প্রশ্নকর্তার নাম ও SID	উপস্থাপনকৃত প্রশ্ন	প্রদত্ত উত্তর
				সমাধানের জন্যই সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক বিটিআরসি কর্তৃক ০১ জুলাই ২০২১ তারিখ হতে তিন মাসের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে এনইআইআর এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। অবৈধ হ্যান্ডসেটসমূহ সম্পূর্ণ চেক করা সম্ভবপর না হওয়ায় গ্রাহক কর্তৃক বর্তমানে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হ্যান্ডসেটসমূহ ৩০ জুন ২০২১ তারিখের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধিত হয়েছে এবং এ গুলোকে বৈধ করা হয়েছে। ৩০ জুনের পরে অবৈধ হ্যান্ডসেট না কেনার জন্য যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ০১ আগস্ট থেকে এ পর্যন্ত প্রতিদিন প্রায় ১,২০,০০০ হ্যান্ডসেট নেটওয়ার্কে যুক্ত হচ্ছে যার মধ্যে প্রায় ৩০% হ্যান্ডসেট এখনও অবৈধ। এগুলো হয়তো ইতোপূর্বে আমদানিকৃত যা এখন বিক্রি হচ্ছে। ০১ অক্টোবর ২০২১ থেকে এনইআইআর সিস্টেম পুরোপুরি চালু হবে। চলমান তিনমাসের পরীক্ষাকালীন সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে মোট অবৈধ সেটের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক অবৈধ হ্যান্ডসেটের বিষয়ে নিম্নোক্ত তিনটি সুপারিশ সহ প্রস্তাব উপস্থাপন করা হবেঃ ১) অবৈধ সেটসমূহ বৈধ করা হতে পারে ২) সেটসমূহ অবৈধ করা হতে পারে ৩) ট্যাক্স পেমেন্টের মাধ্যমে বা কমিশনের বিবেচনায় অন্য কোন অপশনের মাধ্যমে বৈধ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কমিশন যে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। অবৈধ ফোন অবশ্যই বন্ধ করা হবে এবং পরীক্ষাকালীন সময়ের প্রাপ্ত অবৈধ ফোনগুলোও বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তবে কোন সময় থেকে বন্ধ করা হবে এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় উপদেষ্টার পরামর্শ মোতাবেক কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে। বৈধ ও অবৈধ ফোন সনাক্তকরণের পূর্ণ সক্ষমতা বিটিআরসির রয়েছে।
১৬	২২, ২৩	Malek 20739 (05)	১। ইন্টারনেট বিল অতিরিক্ত। ২। একাই পুরো এলাকা দখল করে রাখছে অন্য ISP দের আসতে দেয়না। ফলে সেবার মানও খুব খারাপ।	**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ এহসানুল কবিরঃ** ১। সম্প্রতি বিটিআরসি কর্তৃক এক দেশ এক রেট ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়েছে যা ০১ সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে চালু হবে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট এনটিটিএন, আইআইজি এবং অন্যান্য অপারেটরের ট্যারিফও অনুমোদন ও জারি করা

ক্রমিক নং	প্রশ্ন নং	প্রশ্নকর্তার নাম ও SID	উপস্থাপনকৃত প্রশ্ন	প্রদত্ত উত্তর
				হয়েছে। আশা করা যায় তখন ইন্টারনেট বিল সবার জন্য সহনীয় হবে। ২। অবৈধ দখলদার যারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত আইএসপিদেরকে সার্ভিস প্রদান করতে দিচ্ছে না, এ বিষয়ে বিটিআরসির ইএন্ডআই ডিরেক্টরেটের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রয়োজন। কোন অপারেটের দ্বারা লাইসেন্স ছাড়া কিংবা কোন ডিশ অপারেটের অবৈধভাবে ইন্টারনেট সেবা দিচ্ছে তাদের সুনির্দিষ্ট তথ্য সরবরাহ করলে আমরা আমাদের ইন্সপেকশনের মাধ্যমে সরেজমিনে পরিদর্শন করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করবো এবং বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহন করবে।এক্ষেত্রে আপনার নাম এবং পরিচয় গোপন রাখা হবে। জুন, ২০২১ সময় পর্যন্ত অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় ৮৬ টি আইএসপি প্রতিষ্ঠানের উপর বিভিন্ন পরিমানে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়েছে। এ যাবৎ অবৈধ ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারীর বিরুদ্ধে ১৪ (চৌদ্দ) টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
১৭	২৪, ২৫	অনিপ সাহা 20668 (06)	১। রাউন্ড ফিগারের বাইরে টাকা রিচার্জ করলে প্রায়ই অপ্রয়োজনীয় অফারের নামে টাকাগুলো চার্জ করা হয়। এই ব্যাপারে কাস্টমারকে অবহিত করে চার্জ করলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতাম না ২। ইন্টারনেট প্যাকেজ শেষ হলে মোবাইল থেকে ব্যালেন্স চার্জ করে, সিম কোম্পানির এই প্রতারনা বন্ধ করা উচিত।	**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাসিম পারভেজঃ** ১। মোবাইল ফোন অপারেটরসমূহ নির্দিষ্ট মূল্যে বিভিন্ন অফারের প্যাকেজ নির্ধারণ করে থাকে। সুতরাং কোন অফার কেবলমাত্র উক্ত পরিমান রিচার্জেই চালু হবে। কোন একটি অফারের রিচার্জকৃত অর্থ শেষ হয়ে গেলে কিংবা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে উক্ত অফারটি স্বয়ংক্রিয় ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে উক্ত অফারটি পুনরায় চালু করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ রিচার্জ করতে হবে। এই অফারের বাইরে যদি কেউ টাকা চার্জ করে তাহলে অপ্রয়োজনীয় অফারের নামে উক্ত টাকা চার্জ করা সম্ভব নয়। ২। ইন্টারনেটের প্যাক শেষ হওয়ার পূর্বে মোবাইল অপারেটরগন গ্রাহককে এসএমএস এর মাধ্যমে ডাটা ব্যল্যান্স সম্পর্কে অবহিত করেন। মোবাইল ইন্টারনেট প্যাকেজ শেষ হওয়া মাত্র গ্রাহকের নিরবিচ্ছিন ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধার্থে ৫ (পাঁচ) টাকা পর্যন্ত (ভ্যাট ও এসডি প্রযোজ্য) ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ

ক্রমিক নং	প্রশ্ন নং	প্রশ্নকর্তার নাম ও SID	উপস্থাপনকৃত প্রশ্ন	প্রদত্ত উত্তর
				রাখা হয়েছে, যার চার্জ মোবাইল এর ব্যালেন্স থেকে কর্তন করা হয়।
১৮	২৬, ২৭	মোঃ ওমর শরীফ 20712 (7)	১। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্রডব্যান্ড সুবিধা প্রদান করা। ২। গ্রামপর্যায়ে সরকার ঘোষিত ব্রডব্যান্ড এর মূল্য তালিকা বাস্তবায়ন করা, গ্রাম পর্যায়ে সার্ভিস প্রোভাইডার সরকারি নির্দেশ পালন করছে না।	**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ এহসানুল কবিরঃ** ১। আপনারা হয়তো জানেন, আইসিটি ডিভিশনের অধীনে ইনফো সরকার-৩ নামে একটি প্রকল্প নেয়া আছে, যেখানে সম্প্রতি ২৬০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার কানেকশন স্থাপিত হয়েছে। একই সাথে আইআইজি সমূহের পয়েন্ট অফ প্রেজেন্স(পপ)-কে সারা বাংলাদেশে বিস্তৃত করে দেয়া হচ্ছে ও নতুন গাইডলাইন অনুযায়ী আইএসপি লাইসেন্স সহজীকরণ করা হয়েছে। এতে ব্রডব্যান্ড সুবিধা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে যাচ্ছে। ফলে আশা করা যায় খুব শীঘ্র এর সুফল আমরা পেতে সক্ষম হবো। ২। বিটিআরসির জারিকৃত এক দেশ এক রেট যা আগামী ০১ সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে কার্যকর হবে। আশা করা যায় এর পর থেকে এক একটি আইএসপির একেক ধরনের মূল্য সংগ্রহ রহিত হবে এবং শৃংখলা প্রতিষ্ঠা হবে।
১৯	২৮	Md. Abu Hasnat Nazmu 20816 (10)	কিছু Nationwide ISP এবং IIG কোম্পানি অনৈতিক ভাবে, বিভিন্ন ছোট ছোট কোম্পানিকে লাইসেন্স বেকআপ দিয়ে বেন্ডউইথ বিক্রি করেছে এবং ঐ ছোট কোম্পানিগুলো অনৈতিকভাবে বিভিন্ন এলাকায় আইন বর্হিভূত ইন্টারনেট ব্যাবসা করে যাচ্ছে। ওরা বেশিরভাগই পূর্বে ডিশ ব্যাবসায়ী ছিল।	**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ এহসানুল কবিরঃ** এ ধরণের অবৈধ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বিটিআরসি নিয়মিত ব্যবস্থা গ্রহন করে থাকে এবং এটি চলমান রয়েছে। কারা এই কাজ করছে সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গেলে বিটিআরসি বিভিন্ন ধরণের ব্যবস্থা যেমন, আপস্ট্রিম থেকে ব্যান্ডউইথ বন্ধ করে দেয়া, আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া, মামলা দায়ের করা ইত্যাদি গ্রহন করে। তবে এ জন্য অভিযুক্তের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য বিটিআরসি'র ইএন্ডআই ডিরেক্টরেটে প্রদান করা হলে সরেজমিনে পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নিবো।
২০	২৯	তানজিল কবির তুরাগ 21148 (13)	ডাটা প্যাকেজের ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার আমার অব্যবহৃত ডাটা পরবর্তীতে একই প্যাকেজ কিনলেই কেবল যোগ হচ্ছে, কিন্তু ভিন্ন প্যাকেজ ক্রয় করলে আর পূর্বের অব্যবহৃত ডাটা যোগ হয় না। এটা যোগ করা যায় কিনা।	**ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাসিম পারভেজঃ** আন্তর্জাতিক প্রাকটিস অনুসারে একই প্যাকেজ নিলেই কেবল পূর্বের প্যাকেজের অব্যবহৃত ডাটা নতুন প্যাকেজে যোগ করা হয়। আপনার অভিযোগটি গৃহিত হয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে আমরা সকল পক্ষের সাথে কথা বলে ডাটা বিশ্লেষণপূর্বক এটার বাস্তব প্রয়োগ ও

ক্রমিক নং	প্রশ্ন নং	প্রশ্নকর্তার নাম ও SID	উপস্থাপনকৃত প্রশ্ন	প্রদত্ত উত্তর
				আন্তর্জাতিক প্রাকটিস দেখে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহন করবো। আপাতত, একই প্যাকেজ নিলেই কেবল পূর্বের অব্যবহৃত ডাটা যোগ হবে।
সাংবাদিকদের প্রশ্নঃ				
২১	৩০	আহাদ টুটুল দীপ্ত টিভি	ওকলার রিপোর্ট অনুযায়ী ইন্টারনেটের গতিতে বাংলাদেশ ১৩৫ তম, এ অবস্থা থেকে উত্তরণে কোন প্লান আছে কিনা?	**চেয়ারম্যান মহোদয়ঃ** ওকলার রিপোর্ট প্রস্তুতিতে তারা যে স্টান্ডার্ড অনুসরণ করেছে সেটা হলো ১৩ এমবিপিএস যেখানে আমাদের দেশে বিটিআরসি কর্তৃক নির্ধারিত আছে ০৭ এমবিপিএস। এই ভিন্নতা আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে এবং আমাদের এখন এটা রিভিউ করতে হবে। পাশাপাশি গতি বৃদ্ধির কার্যক্রম আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে। আমরা গত ০৮ মার্চ তারিখে স্পেকট্রাম অকশন করেছি। আমরা এখন কাজ করছি বিদ্যমান স্পেকট্রাম রি-এ্যারেঞ্জ করে আরো বেশী স্পেকট্রাম আমরা যাতে মোবাইর অপারেটরদেরকে দিতে পারি। যেমন, বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় গ্রাহক প্রতি স্পেকট্রামের বরাদ্দ আর বাংলাদেশে গ্রাহক প্রতি বরাদ্দের মধ্যে যদি তুলনা করি তা অনেক অনেক বেশী। আমাদের এ স্থান থেকে উত্তোরণের জন্য আমরা কাজ করছি। ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধির জন্য কেবল স্পেকট্রাম বিটিএসই পর্যাপ্ত নয়, এর সাথে স্মার্ট মোবাইলফোন দরকার, যেখানেও আমাদের ঘাটতি আছে। আমাদের দেশে মাত্র ২৮% ভালো সেট ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে যেখানে ৭২% মানুষের হাতে এখনও ভালো হ্যান্ডসেট পৌছাতে আমরা সক্ষম হইনি। সেজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এবং মাননীয় উপদেষ্টা ও মাননীয় মন্ত্রীর পরামর্শে আমরা এ পর্যন্ত ১৪ টা কোম্পানীকে মোবাইল ম্যানুফ্যাচারিংয়ের অনুমোদন দিয়েছি। আমরা আশা করছি এই মোবাইলসেট তৈরির মধ্যে দিয়ে একটা সক্ষমতা অর্জিত হবে। আর বিটিএসের জন্য টাওয়ার শেয়ারিং অপারেটর নিয়োগ করেছি। একটা কোম্পানীর একটা টাওয়ারের পরিবর্তে মাননীয় আইসিটি এ্যাডভাইজারের নির্দেশনায় এখন একটা টাওয়ারকে সব অপারেটর শেয়ার করবে। ফলে

ক্রমিক নং	প্রশ্ন নং	প্রশ্নকর্তার নাম ও SID	উপস্থাপনকৃত প্রশ্ন	প্রদত্ত উত্তর
				বিটিএস কম লাগবে। এসব মিলিয়ে আমাদের একটু সময় লাগলেও আমরা আশাবাদী।
২২	৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫	আরাফাত সিদ্দিকী এটিএন নিউজ	১। গনশুনানীর একটি সারাংশ প্রতিবেদন পেতে পারি কিনা ২। সড়ক ও রেলপথের কিছু স্থান নেটওয়ার্কের বাইরে রয়েছে যা কবে নাগাদ নিরসন হবে? ৩। বানিজ্যিকভাবে লাভজনক না হওয়ায় হয়তো মোবাইল কোম্পানীগুলো সব জায়গায় থ্রিজি, ফোরজি নিয়ে যাচ্ছে না, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা তো বেধে দেয়া আছে, যা ই পার হয়েছে অনেক আগে, আপনারা সে ব্যাপারে কি করেছেন? ৪। সড়ক ও রেলপথে যাতে কোনভাবে কল ড্রপ যেন না হয়, ইন্টারনেট ড্রপ না হয় সে ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন? ৫। ওকলার ভুল তথ্য প্রচারের বিষয়টায় প্রতিবাদ জানানোর দায় কার?	**চেয়ারম্যান মহোদয়ঃ** প্রতিবাদের দায়িত্ব বিটিআরসির। তবে প্রতিবাদের আগে বিটিআরসি বিষয়টি যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন বলেই ভাইস-চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করেছে, তারা কাজ করছে। অব্যাহতভাবে বিশেষ করে মোবাইল কোম্পানীগুলোর কোয়ালিটি অফ সার্ভিস যা আমরা পাচ্ছি তা সন্তোষজনক নয় বিধায় কমিশনার (ইএন্ডও) এর নেতৃত্বে আরেকটি কমিটি নিয়মিত কাজ করছে। যেমন, ডিজি ইএন্ডও বলেছেন ড্রাইভ টেস্টের কথা যা চলমান আছে। আমরা ৯৮ টা উপজেলায় এ পর্যন্ত ড্রাইভটেস্ট সম্পন্ন করেছি এবং ৩০০ টা উপজেলায় এ টেষ্টগুলো করবো। মধ্যবর্তী সময়ে যে রেজাল্টগুলো আমরা পাচ্ছি তা অপারেটরদেরকে জানানো হচ্ছে যেখানে যেখানে খারাপ রয়েছে তা সংশোধন করার জন্য। চেয়ারম্যান মহোদয় সড়কপথে গ্রামীণফোনের সিম ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি পর্যবেক্ষন করেছেন এবং গ্রামীণফোনকে অবহিতকরণপূর্বক ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি বিটিআরসির কর্মকর্তাগণ এ বিষয়টি নিয়ে নিয়মিত কাজ করছেন। **সম্পূরক তথ্য-১, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শহিদুল আলমঃ** নেটওয়ার্ক ক্যাপাসিটি প্রতিনিয়তই বাড়ানো হচ্ছে, কোন অবস্থাতেই কমানো হচ্ছে না। এছাড়া বিটিএস, স্পেকট্রাম ও বাড়ানো হচ্ছে, তারপরেও কেন কোয়ালিটি কমছে এটা জানার জন্য স্পেকট্রাম বিভাগ থেকে একটা স্টাডি করা হয়েছে, যাতে দেখা যায় যে, গত দুই বছরে যে পরিমান মার্কেট ডিমান্ড বেড়েছে সেটার সাথে তুলনা করলে আগের থেকে নেটওয়ার্ক

ক্রমিক নং	প্রশ্ন নং	প্রশ্নকর্তার নাম ও SID	উপস্থাপনকৃত প্রশ্ন	প্রদত্ত উত্তর
				ক্যাপাসিটি বাড়ানো ও স্পেকট্রাম দেয়ার পরেও সমস্যার সমাধান হয়নি। নেটওয়ার্কে প্রতিটা সেলের একটা সর্বোচ্চ ক্যাপাসিটি থাকে, একটা সেল থেকে অন্য সেলে হ্যান্ডওভারে যখন দেখা যায় ক্যাপাসিটি পরিপূর্ণ হয়ে আছে এমন সেলে হ্যান্ডওভার হবে তখন সে আর ঐ গ্রাহককে নিতে পারে না।
২৩	৩৬, ৩৭	মুরসালিন জুনায়েদ চ্যানেল ২৪	১। আইটিইউ যদি ওকলাকে সাপোর্ট না করে তাহলে আইটিইউ কি কোন কিছুকে সাপোর্ট করে কিনা যেটি বাংলাদেশের নেটওয়ার্ক বা ওয়ার্ল্ডওয়াইড নেটওয়ার্কের গতি বিচার করবে? ২। থার্ডপার্টি হিসেবে লাইসেন্সবিহীন প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে গ্রামীনফোন তার টেলিকমের কাজ করাচ্ছে, এবিষয়ে কি বিটিআরসির করনীয় কিছু রয়েছে?	**চেয়ারম্যান মহোদয়ঃ** প্রথম বিষয়টি নিয়ে আমরা পরিপূর্ণভাবে যাচাই না করে এখনই কোন মন্তব্য করবো না। আমাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন। তথ্যভিত্তিক পরিপূর্ণ মতামত যথাসময়ে আপনাদের জানাবো। দ্বিতীয় বিষয়টি গ্রামীনফেনের নিজস্ব জনবল কাঠামো ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত হলেও বিটিআরসির পক্ষ থেকে গ্রামীণফোনের সাথে যোগাযোগ করা হবে এবং কতটুকু অন্যায় করা হয়েছে তা যাচাই করে দেখা হবে।